দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনে জন্যে, একটু সহানুভুতি কি পেতে পারি, বিশ্ব যখন করোনাভাইরাসে আতঙ্ক, এবং আতঙ্কে বসবাস করছে ঘরমুখী পরিবার।

অসহায়ত্ব মানুষের মাঝে দাঁড়িয়েছেন বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ওয়েভ ফাউন্ডেশন। ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উদ্দ্যেগে করোনায় ঘরমুখী পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন।

গতকাল শনিবার বিকাল ৪ টায় দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা ভূমি অফিস প্রাঙ্গনে এ ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন।

ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলার নির্বাহী অফিসার এসএম মুনিম লিঙ্কন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্হিত ছিলেন মো. মহিউদ্দীন এসময় উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের রিজিওনাল অফিসার জিল্লুর রহমান যুদ্ধ, প্রকল্প সমন্বয়কারী-কিতাব উদ্দিন, সমন্বয়কারী আওয়াল হোসেন প্রমুখ।

মেহেরপুরে বিএনপি নেতা জাকিরের ৩য় দফায় ত্রাণ বিতরণ

বাংলাদেশ শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের মহাসচিব, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য জাকির হোসেন এর নিজস্ব অর্থায়নে ৩য় দিনের মতো ত্রাণ বিতারণ করা হয়েছে।

শনিবার মেহেরপুর শহরের থানা পাড়া ও মূখার্জী পাড়ার ৩০ টি কর্মহীন

পরিবারের মাঝে ত্রাণ পৌছেদেন জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি ও ইসমাইল হোসেন।

চলমান ত্রাণ বিতারণে সার্বিক সহযোগীতায় ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক প্রভাষক ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপির অন্যতম সদস্য এ্যাডঃ মখলেছুর রহমান স্বপন, জেলা যুবদলের সহ – সাধারণ সম্পাদক শেখ হুজাইফা ডিক্লিয়ার।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে ৩য় দিনের মত ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার দিনব্যাপী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল বাড়ি বাড়ি গিয়ে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি, ঝাউবাড়িয়া, রাজনগর, গহরপুর, সোনাপুর, কাঠালপোতা, পিরোজপুর, মেহেরপুর শহরের ওয়াপদা পাড়া, নতুনপাড়ার প্রায় ৩৮৫ টি পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এ পর্যন্ত প্রায় ১২শ অসহায় পরিবারের হাতে খাদ্য তুলে দেওয়া হয়। এই খাদ্য খাদ্য বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল।

মেপ্র/এমএফআর

মুজিবনগরে বক্স সিস্টেম ব্যাবস্থাপনায় বসেছে ৬টি হাট

করোনার সংক্রমণ রোধে মুজিবনগরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে বক্স সিস্টেম ব্যাবস্থাপনায় উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বসেছে ৬ টি হাট।
গতকাল শুক্রবার হাটের দিন মুজিবনগর উপজেলার ভবরপাড়া, বাগোয়ান, মহাজনপুর, শিবপুর, মোনাখালী ও পুরন্দরপুর গ্রামে নির্ধারিত দুরুত্ব বজায় রেখে বক্স সিস্টেম ব্যাবস্থাপনায় এ সকল হাট বসানো হয়।

সকল হাটগুলোতে মানুষের সমাগম রোধে যার দুরুত্ব করা হয়েছে একটি বক্সের থেকে আরেকটি ১০ ফুট প্রর্যন্ত। এবং একটি লাইন থেকে আরেকটি লাইনের দুরুত্ব প্রায় ১৫ ফুট।

প্রতিটি বক্সের ভিতরে একটি করে দোকান বসানো হয়েছে।

এছাড়া প্রত্যেক লাইনে একটি করে ত্যাগ লাগিয়ে রাখা হয়েছে। যা দেখে খুব সহজেই সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে ক্রেতার তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করতে পারছে।

এছাড়া কয়েকটা বাজার ঘুরে দেখা গেছে সাধারণ ক্রেতার যাতে করে হাত ধুয়ে বাজার করে সে লক্ষে কিছু কিছু হাটে বসানো হয়েছে বেসিন। সাথে সাথে বাজারে আসা সকল ক্রেতাদের সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে বাজার করতে ও বিভিন্ন ভাবে সচেতন করতে সব সময় সহযোগীতা করছেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিজ উদ্যোগে তৈরিকৃত মুজিবনগর করোনা-১৯ স্বেচ্ছাসেবক সদস্য বৃন্দরা।

যতদিন প্রর্যন্ত করোনার সংক্রমণ না রোধ হবে ততদিন প্রযন্ত মুজিবনগর উপজেলার সব কয়টি হাট এরকম পদ্ধতিতে বসানো হবে বলে জানিয়েছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি।

এর আগে তিনি দারিয়াপুর খেলার মাঠ ও শিবপুর মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে প্রথম বক্স সিস্টেমে হাট ব্যাবস্থাপনা চালু করেন।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি জানান, করোনা সংক্রমন রোধে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখার লক্ষে দারিয়াপুর ও শিবপুর হাটে প্রথম বক্স সিস্টেমে হাট ব্যাবস্থাপনা চালু করা হয়। ধীরে ধীরে উপজেলার সকল হাট বক্স সিস্টেম ব্যাবস্থাপনায় বসানো হচ্ছে।
গতকাল শুক্রবারও উপজেলা ৬ টি গ্রামে বক্স সিস্টেম ব্যাবস্থাপনায় হাট বসে।

এছাড়া মুজিবনগর করোনা-১৯ স্বেচ্ছাসেবক সদস্যরা সেখানে সব সময় সাধারণ জনগণকে সহযোগীতা করছেন। এখন থেকে যতদিন প্রযন্ত করোনা সংক্রামন রোধ না হয় ততদিন প্রর্যন্ত মুজিবনগর উপজেলার সকল হাট এই ব্যবস্থাপনায় চলে আসবে।

ত্রাণের দাবি নিশ্চিন্তপুরের কর্মহীন ৫০ পরিবারের

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের অন্তরভুক্ত একটি পাড়ার নাম নিশ্চিন্তপুর। করোনা ভাইরাসের কারনে গত ২৪ মার্চ থেকে মেহেরপুরকে অঘোষিত লক ডাউন করা হয়েছে। এর পর থেকে প্রায় সব ধরনের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে।

এতে বিপাকে পড়েছে নিশ্চিন্তপুরের প্রায় ৫০টি পরিবার। কাজ না থাকায় কখনো অনাহারে আবার কখনো অর্ধাহারে দিন পার করছে। এখনো পর্যন্ত সরকারি বা বেসরকারি কোন ভাবেই কোন ত্রাণ সামগী পাইনি কেউ।

নিশ্চিন্তপুর গ্রামের লাল চাঁদ, শফিকুল, সাহারুল, নাইম, বজলু, হাসেমআলী সহ অনেকেই জানান, আমরা দিনমজুরের কাজ করে কোন রকম সংসার চালায়। কিন্তু করোনার ভয়ে বাইরে বেরুতে পারছিনা। আমাদের ঘরে গচ্ছিত কোন খাবার নেই। পরিবার নিয়ে মানবেতর দিন পার করছি। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের না খেয়ে মরতে হবে।

৬ নং ইউপি সদস্য ঘেন্টু মিয়া জানান, আমাদের এ পর্যন্ত প্রায় ২৫

জনকে ত্রাণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চাহিদা অনেক। সবাইকে দিতে পারছি না। তাছাড়া সরকারি ভাবে খুবএকটা বেশি ত্রাণ আসছেও না।

কুষ্টিয়ায় করোনা উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু: নমুনা সংগ্রহ

কুষ্টিয়ার সদর উপজেলার মৃত্তিকাপাড়া জ্বর-শর্দি ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয়ে আশরাফুল ইসলাম (৪৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কিনা তা পরীক্ষার জন্য মরদেহ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে সদর উপজেলার মৃত্তিকাপাড়াস্থ তার নিজ বাড়ীতে তিনি মারা যান।

কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, যশোর থেকে কুষ্টিয়ায় আসা আশরাফুল ইসলাম নামের একজন জ্বর-শর্দি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে শুক্রবার বিকেলে মারা গেছে বলে খবর পাওয়া যায়।

এমন খবর পেয়ে ঐ ব্যক্তি করোনা ভাইরাস পজেটিভ কিনা তা পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনা পরীক্ষার জন্য ঢাকায় আইসিডিআর এ পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট আসলে নিশ্চিত করা যাবে ঐ ব্যক্তি করোনা পজেটিভ ছিলো কিনা।

এদিকে শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের দুটি গ্রাম লকডাউন করেছে উপজেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটি।

কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজীবুল ইসলাম খান জানান, ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ থেকে বেশ কয়েকজন এই দুই গ্রামে আসার কারণে দুটি গ্রামকে লকডাউন করা হয়েছে।

জরুরী পরিসেবা হিসাবে কেবল টিভি কে বিবেচনা করা উচিত

করোনা ভাইরাস সংক্রমণরোধে সরকার ঘোষিত ছুটির মধ্যে যেসব খাত এর আওতার বাইরে থাকবে, সেই তালিকায় ইন্টারনেট পরিসেবার নাম থাকলেও নাম নেই কেবল টিভি পরিসেবার।

বর্তমান দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত ছুটিতে ইন্টারনেট সেবায় নিয়োজিত যানবাহন এবং কর্মীদের যাতায়াতের অনুমতি দিয়ে এবার পরিপত্র জারি করেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয় স্বাক্ষরিত পরিপত্রটি বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) জারি করা হয়েছে।

পরিপত্রে করোনা ভাইরাস সংক্রমণরোধে সরকার ঘোষিত ছুটির মধ্যে যেসব খাত এর আওতার বাইরে থাকবে, সেই তালিকা দেয়া হয়েছে।

পরিপত্রে বলা হয়, করোনাভাইরাস প্রতিরোধের লক্ষ্যে সরকার ষোষিত সাধারণ ছুটি এবং জনস্বার্থে চলাচল ও গমনাগমনে নিষেধাজ্ঞা অথবা নিয়ন্ত্রণ ও নিবৃত্তিমূলক যে কোনো ব্যবস্থাকালে জরুরি সেবা ও সরবরাহ-শৃঙ্খলা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে নিম্নোক্ত পরিসেবাসমূহ যথারীতি চালু থাকবে-

* জরুরি পরিসেবা যেমন- বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ফায়ার সার্ভিস, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট এবং এতদসংশ্লিষ্ট সেবা কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মী।

* চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত এবং ওষুধসহ চিকিৎসা সরঞ্জমাদি বহনকারী যানবাহন ও কর্মী।

* ওষুধ-শিল্প সংশ্লিষ্ট যানবাহন ও কর্মী, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী, খাদ্যদ্রব্য, শিশুখাদ্য, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং পশুখাদ্য পরিবহন কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মী।

* কৃষিপণ্য, সার, কীটনাশক, জ্বালানি ইত্যাদি পণ্য পরিবহন কাজে

নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মী।

* কৃষিপণ্য উৎপাদন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদন, দুগ্ধ-পণ্য উৎপাদন, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনসহ জীবনধারণের মৌলিক পণ্য উৎপাদন ও পরিবহন কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মী।

* উপরোক্ত পরিসেবা সংশ্লিষ্ট রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মী।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাধারণ ছুটি/সাপ্তাহিক ছুটি এবং জনস্বার্থে চলাচল ও গমনাগমন নিষেধাজ্ঞা অথবা নিয়ন্ত্রণ ও নিবৃত্তিমূলক যে কোনো ব্যবস্থা সংক্রান্ত জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ যথারীতি বলবৎ থাকবে বলে পরিপত্রে জানানো হয়েছে। সূত্র- সময় জার্নাল

বিএনপি নেতা জাকিরের ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সদস্য ও পিচ এম্বাসেডর জাকির হোসেন এর উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার মেহেরপুর শহরের প্রায় ৩০টি পরিবারের হাতে ব্যক্তিগত ভাবে ত্রাণ খাদ্য সামগ্রী পৌছে দেন।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সদস্য ও ৫ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মনি এই ত্রাণ সামগ্রী বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌছে দেন।

অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানান জাকির হোসেন।

মেহেরপুরের সকল প্রবেশপথে আজ থেকে নিরাপত্তা চৌকি

করোনা প্রতিরোধে আজ শুক্রবার থেকে মেহেরপুর জেলার সকল প্রবেশপথে নিরপত্তা চৌকি বসানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি।

আজ শুক্রবার দুপুরে তাঁর ফেসবুক টাইমলাইনে তিনি এ তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে জেলার সকল প্রবেশপথে নিরাপত্তা চৌকি বসানো হচ্ছে।

বিস্তারিত আসছে..

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী আইসিইউ থেকে ওয়ার্ডে

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ) থেকে বের করে আনা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁকে আইসিইউ থেকে ওয়ার্ডে নেওয়া হয়েছে। তিনি এখনো হাসপাতালে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে আছেন।

গত রবিবার থেকে মি: জনসন লন্ডনের সেন্ট টমাস হাসপাতালে করোনাভাইরাস সংক্রমণের চিকিৎসা নিচ্ছেন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট থেকে জানানো হয়েছে, ” বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাকে আইসিইউ থেকে স্থানান্তর করে হাসপাতালের ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। তিনি সেখানে থেকে সুস্থ হয়ে উঠার প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা নেবেন।”

১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটের এখন মুখপাত্র জানিয়েছেন, “তার মনোবল ভীষণ ভালো।”

করোনাভাইরাস সংক্রমণ শনাক্ত হবার ১০ দিন পরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে গত রোববার হাসপাতালে নেয়া হয়। এর পরদিন তাকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়।

আইসিইউতে মি: জনসনকে স্বাভাবিক অক্সিজেন দেয়া হলেও তাকে ভেন্টিলেটরে রাখা হয়নি।

একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, মি: জনসনের শারীরিক অবস্থা উন্নতি হচ্ছে এবং তিনি ব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এদিকে মি: জনসনকে আইসিইউ থেকে বের করে আনার পর এক টুইট বার্তায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

মি: ট্রাম্প লিখেছেন, ” খুব ভালো খবর। প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে আইসিইউ থেকে বের করে আনা হয়েছে। সুস্থ হয়ে ওঠো বরিস।”

এদিকে ব্রিটেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ম্যাট হ্যানকক বলেন, প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে আইসিইউ থেকে বের করে আনা খুব ভালো খবর এবং তিনি উন্নতির দিকে রয়েছেন।

মি: জনসনকে আইসিইউ থেকে বের করে আনার বিষয়টিকে “ভালো খবর” হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন ব্রিটেনের বিরোধী দল লেবার পার্টির নবনির্বাচিত নেতা।
সূত্র : বিবিস বাংলা